শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় গোপাল চরিত
ও
শ্রীশ্রী শ্যামচন্দ্রোদয়

প্রকাশক ঃ- শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—১৯

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

শ্রীশ্রীধনঞ্জয় গোপাল চরিত

ও

শ্রীশ্রীশ্যাম চন্দ্রোদয়

(দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় গোপাল ও শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের মহিমা সম্বলিত)

:: দ্বিতীয় সংস্করণ ::

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।

শ্রীচৈতন্যডোবা ॥। পোঃ—হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা ॥। পশ্চিমবঙ্গ

ফোন২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্য ডোবা পোঃহালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা।

দ্বিতীয় সংস্করন : ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

: প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। শ্রীনবকৃষ্ণ দাস (নৃপেন সাধু)
শ্রীগুরুবলরাম আশ্রম ॥॥ গোপালপুর
পোঃ—নয়াবাজার ॥॥ থানা—গঙ্গারামপুর
দক্ষিন দিনাজপুর। ফোন—৯৪৭৪৪৩৮৩২০

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুমন্দির নরপোতা পোঃতমলুক
পিন৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
সিদ্ধবকুল মঠ বালিসাহি।
পুরী৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

৫। শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী
রাধানগর কলোনী, পোঃ- রাধাকুণ্ড,
জেলা—মথুরা, উঃ প্রদেশ

ভিক্ষা- পঁচিশ টাকা।

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্‌.

প্রকাশকের নিবেদন

কলিযুগ পাবন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণায় তৎ পার্ষদ মহিমা বর্ণনমূলক গ্রন্থ শ্রীধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্রীশ্যাম চন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ দেব সর্ব্ব অবতারের পার্ষদ সমভিব্যবহারে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। বিশেষতঃ ব্রজ পরিকরগন গৌর পরিকর রূপে প্রকট হইয়া পূর্ব্বভাবানুরূপ ভাবের উদ্দিপনে গৌরলীলায় বিচরণ করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১৪ শ্লোকঃ
এষাং পার্ষদবর্গা যে মহান্তঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
নিত্যানন্দগনাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ।
এষাং সম্বন্ধ সম্পর্কাদুপগোপাল সত্তমাঃ।

ব্রজের সখাবৃন্দ নিত্যানন্দ পার্ষদ হইয়া পূর্ব্বের গোপাল উদ্দিপনে লীলায় বিহার করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্তে ৫ম অধ্যায়

"নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগন।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ মন ॥
কারো কোন কর্ম্ম নাই সংকীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নুপুর সবার ॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রুকম্প পুলক যতেক অনুরাগ ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ত্তণ ॥"

ব্রজের বসুদাম সখাই শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতরূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীধনঞ্জয় গোপালের মহিমা বর্ণনই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সকল ব্রজের গোপালগন গৌরলীলা সহায়ের জন্য গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্পর্কে কবি কর্ণপুর গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন।

তথাহি—১২৬-১৩৬ শ্লোকঃ

পুরা শ্রীদামনামসীদভিরামোঽধুনা মহান।
দ্বাত্রিংশতি জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥
পুরা সুদাম নামাসীদস্য ঠাকুর সুন্দরঃ।
বসুদাম সখায়শ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ॥
সুবলো যঃ প্রিয় শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।
কমলাকর পিপ্পলাই নাম্নাসীদেবা মহাবল॥
সুবাহুযো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারনাখ্যকঃ।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহার্বাহুর্ব্রজে সখঃ॥
স্তোককৃষ্ণং সখা প্রাগ্ যো দাস পুরুষোত্তমঃ।
সদাশিব সুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ॥
বৈদ্যবংশোদ্ভবা দামা যো রল্লবো ব্রজে।
নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগয়ো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ॥
কালা শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গ সখা ব্রজে।
খোলাবেচা তয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধর দ্বিজঃ॥
আসীদ ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ।

অভিরাম শ্রীদাম, সুন্দরানন্দ ঠাকুর সুদাম, ধনঞ্জয় পণ্ডিত বসুদাম, গৌরীদাস পণ্ডিত সুবল, কমলাকর পিপ্পালাই মহাবল, উদ্ধারণ দত্ত সুবাহু, মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু, পুরুষোত্তম দাস স্তোককৃষ্ণ, নাগর পুরুষোত্তম দাম, পরমেশ্বর দাস অর্জ্জুন, কালা কৃষ্ণদাস লবঙ্গ ও শ্রীধর পণ্ডিত কুসুমাসব এইভাবে ব্রজের দ্বাদশ গোপাল এই দ্বাদশ নামে অবতীর্ণ হইলেন। আলোচ্য গ্রন্থে ধনঞ্জয় গোপালের মহিমা বর্ণনই মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে

সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের মহিমামূলক শ্রীশ্যাম-চন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

ধনঞ্জয় গোপালের মহিমামূলক তথ্য সংগ্রহে পুরুলিয়া বেগুনকোদর বাসী ধনঞ্জয় গোপাল বংশীয় শ্রীপ্রফুল্ল কমল গোস্বামী ধনঞ্জয় গোপালের অষ্টক ও সূচকাদি প্রদান করিয়া অশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া ধনঞ্জয় গোপালের মহিমা প্রচারে ব্রতী হইলাম। ইতিপূর্বে ১৩৮৩ সালে মৎ প্রণীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এতৎসঙ্গে শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের বংশধর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত শ্রীশ্যাম চন্দ্রোদয় গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিয়া সুন্দরানন্দ গোপালসহ তৎশিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের প্রেমানুরাগের বৈচিত্র প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম। সুধী ভক্তবৃন্দ আমার জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া নিত্যানন্দ পার্ষদ গুন মহিমা আস্বাদনে ধন্য হউন। গৌরপ্রেমের অমিয় শরশে মানব জীবন ধন্য করুন। জয় নিতাই জয় গৌর সুন্দর।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্যডোবা॥ পোঃ— হালিসহর।
উত্তর ২৪ পরগণা।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন—

শ্রীশ্রীধনঞ্জয় গোপাল চরিত্র ও শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত ছিল। ভক্তগনের অনুরোধে পুনঃমুদ্রণ ঘটিল। প্রথম সংস্করনের পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত ভাবে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হইল।

১৪১৬ বঙ্গাব্দ
শ্রীজগন্নাথ দেবের
শ্রীস্নান যাত্রা

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
কিশোরী দাস।

শ্রীশ্রীধনঞ্জয় গোপালের জীবন চরিত—

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজরাজ নন্দন মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ সখার মধ্যে বসুদাম একজন। সেই বসুদামই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীধনঞ্জয় গোপাল নামে আবির্ভূত হন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বিরচিত লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বর্ণনে ব্রজলীলায় বসুদামের পিতা সুদক্ষিন, মাতা ভদ্রা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন সখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা—

বসুদাম সখায়শ্চ পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়।

তথাহি— শ্রীঅনন্ত সংহিতা—

বসুদেব প্রিয় সখঃ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতঃ।

তথাহি— শ্রীচৈতন্য গনোদ্দেশ (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

বসুদাম নাম হবে পণ্ডিত ধনঞ্জয়।

তথাহি— শ্রীপাট পর্যটনে—

জাড়গ্রামে জন্মভূমি জলুন্দীতে বাস।
বসুদাম ধনঞ্জয় জানিবা নির্য্যাস॥

তথাহি— শ্রীপাট নির্ণযে—

সাঁচড়া পাঁচড়া করন্দা শীতল গ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥

তথাহি— বৈষ্ণর বন্দনায়—

পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিল বন্দনা।
প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যার সংসারে ঘোষণা॥
লক্ষকের গারিস্ত যে প্রভুর পায় দিয়া।
ভাণ্ড হাতে করি গেলা কৌপীন পরিয়া॥

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত চট্টগ্রাম জেলায় জাড়গ্রামে আবির্ভূত হন। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা কালিন্দী দেবী। ১৪০৬ শকাব্দে চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তিনি আবির্ভূত হন।

শ্রীধনঞ্জয় গোপাল সূচকে --

আরে মোর পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শ্রীপতি বিপ্রের সুত কালিন্দীর গর্ভজাত
জাড়গ্রামে হইলা উদয়॥
অল্প বয়স হইতে কৃষ্ণভক্তগন সাথে
থাকে কৃষ্ণকথা আলাপনে।
অতুল ধনের পতি, পিতা তাঁর স্নেহে অতি
পুত্রধনে করয়ে পালন॥
সুন্দরী শ্রীহরিপ্রিয়া নানা অলঙ্কার দিয়া,
পুত্রে আনি করি সমর্পন।
বিবিধ বিলাস দ্রব্য অগ্রেতে ধরয়ে নিত্য,
ফিরাইতে তনয়ের মন॥
পিতা মাতা অদর্শনে, প্রবল বৈরাগ্য মনে,
ধন সম্পদ সব তেয়াগিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণে করি আত্ম সমর্পনে
প্রেমভাণ্ড গ্রহন করিলা॥

পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশাল ধনশালী ছিলেন। পুত্রের বিষয় বৈরাগ্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীহরিপ্রিয়া নামে এক সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া প্রবল বিলাসব্যসনের মধ্য দিয়া চালিত করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় পিতার মনতুষ্টির জন্য বিলাসে মগ্ন থাকিলেও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণভক্তি যাজন করিতে লাগিলেন। পিতামাতা অন্তর্ধানের পর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তাই দেবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব বন্দনায় গাহিয়াছেন—

বিলাসী বৈরাগী বন্দ্যো পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হস্তে লয় ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপে নামপ্রেম প্রচার লীলাকাহিনী শ্রবনে আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হইলেন । গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া নিলাদ্রী গমন করিলে ধনঞ্জয় নিলাদ্রি গমন করিলেন । প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের আদেশে গৌড়দেশে প্রেম প্রচারকার্য্যে আগমনকালে দ্বাদশগোপাল সঙ্গে ধনঞ্জয় গৌড়দেশে আগমন করিলেন ।

তথাহি— পদং—

গৌরাঙ্গ আদেশ পায়া, নিতাই বিদায় হয়া,
আইলেন গৌড়মণ্ডলে ।
গৌরীদাস অভিরাম, ধনঞ্জয় গুনধাম
কীর্ত্তন বিহার কুতুহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ বসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তন রসে ভোলা ।
পানিহাটী গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিতসহ মেলা ॥
সকল পার্ষদ লয়া গৌরপ্রেমে মত্ত হয়া
বিচরয়ে নিত্যানন্দ রায় ।
পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ আঁখি
প্রেম রত্ন জগতে বিলায় ॥
হরিনাম চিন্তামনি দিয়া জীবে কৈলা ধনি
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল ।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে না ভজি নিতাই চাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল ॥

প্রভু নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা উপলক্ষ্যে ব্রজেরপুলীন ভোজনলীলা অনুক্রমে চিড়াদধি মহোৎসবলীলা অনুষ্ঠান করেন। সে সময় ধনঞ্জয় প্রভু নিত্যানন্দের সমীপে বিরাজ করিয়া লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন।

তথাহি— শ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃখণ্ডে ৬ষ্ঠ পরিঃ—

রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারন দত্ত আদি যত আর নিজজন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥

এই দণ্ড মহোৎসব লীলাকালে প্রভু নিত্যানন্দ নিজ গলদেশস্থিত শিলা মূর্ত্তিটি শ্রীধনঞ্জয় গোপালকে প্রদান করেন। এবং প্রেম প্রচারের আদেশ করেন।

তথাহি— শ্রীরাধাবিনোদ সেবা প্রকাশে—

প্রভু নিত্যানন্দ শিলা নরসিংহ দেবে।
ধনঞ্জয়ে সমর্পিলা দণ্ড মহোৎসবে॥

প্রভুদত্ত শিলামূর্ত্তি বক্ষে ধারন করিয়া ধনঞ্জয় প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রেম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

তথাহি— শ্রীধনঞ্জয় গোপাল সূচকে—

পাই নিত্যানন্দ রাম, ধনঞ্জয় গুনধাম,
প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই।
আজ্ঞা হৈলা তার প্রতি, ভাসাইতে রাঢ়ক্ষিতি,
সংকীর্ত্তন প্রেমের বন্যায়॥

শ্রীউগ্র ক্ষত্রিয়গনে, প্রেম দিলা হৃষ্ট মনে,
বর্দ্ধমান শীতল গ্রামেতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ, সেবা স্থাপিত অচিরাৎ,
আকর্ষিল সর্ব্বজন চিতে
সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে, উদ্ধারিতে জীবগনে,
প্রেমে মাতি বুলে সব ঠাঁই।
বৃন্দাবন আদি তীর্থ, ভ্রমিয়া আনন্দে কত,
বাসকৈলা শ্রীজলুন্দী গাঁয়॥
যদুচৈতন্য পুত্রধনে, মন্ত্র দিয়া করি ধন্যে,
নিত্যানন্দ দত্ত শালগ্রাম।
সেবা সমর্পন করি, রাধাবিনোদ সেবহ বলি,
স্ব ইচ্ছায় হৈলা অন্তর্দ্ধান॥

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে রাঢ়দেশে প্রেম প্রচার কালে শ্রীউগ্র ক্ষত্রিয়-গনকে প্রেমদান করিয়া বর্দ্ধমানের শীতল গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ সেবা ও ভাণ্ডসেবা স্থাপন করেন। সাঁচড়া পাঁচড়াদি স্থানে প্রেম প্রচার করিয়া জলুন্দীতে শ্রীরাধাবিনোদ ও প্রভু নিত্যানন্দ প্রদত্ত শ্রীনৃসিংহ শাল গ্রাম সেবা স্থাপন করেন। এই সেবা নিজ পুত্র যদুচৈতন্যকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়া প্রদান করেন।

তথাহি— শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ সেবা প্রকাশে—

একদিন ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে।
শ্রীযদুচৈতন্যে কহেন মধুর বচনে॥
শুন বাপ যদু চৈতন্য বাছাধন।
তোমারে প্রভুর সেবা দিতে মোর মন॥
মন্ত্র দিয়া ধনঞ্জয় সেবা সমর্পিলা।
মন্ত্র সেবা পাইয়া যদু কৃতার্থ মানিলা॥

এই ভাবে প্রভুর আদেশে জীবোদ্ধার করিয়া পুত্রের হস্তে সেবা অর্পন করতঃ নিত্যানন্দ অন্তর্ধানে বিরহান্বিত ধনঞ্জয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমনকরিয়া লীলা অবসান করেন। বৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্ত সমাধি মন্দিরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

● বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক যদুচৈতন্যে নামব্রহ্ম প্রদান ●

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীর চন্দ্র ধনঞ্জয় গোপালের পুত্র যদুচৈতন্য ঠাকুরকে নাম প্রেম প্রচারের জন্য একটি নামব্রহ্ম শীলালিপি প্রদান করেন।

শ্রীজলুন্দী পাটের প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত।

ধনঞ্জয় সুত ঠাকুর যদুচৈতন্য।
নাম প্রেম দানে যিনি সর্ব্ব অগ্রগন্য॥
কাঁদরা গ্রামেতে আইলা প্রভু বীরচন্দ্র।
শুনি দরশনে গেলা শ্রীযদুচৈতন্য॥
মঙ্গল ঠাকুর আদি কবি জ্ঞানদাস।
যদুরে পাইয়া সবার পরম উল্লাস॥
প্রভু বীরচন্দ্র যদুরে করি আলিঙ্গন।
'এস এস' বলি কহে মধুর বচন॥
রাঢ়দেশে উগ্র ক্ষত্রিয়গনের নিবাস।
নাম প্রেম দিয়া কর ভক্তির প্রকাশ॥
এত বলি খুলিলেন সম্পুট আপনি।
শীলালিপি নামব্রহ্ম দিয়া জয়ধ্বনি॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ধর বাপ নামব্রহ্ম করহ প্রচার!
কলিহত জনগনে করহ উদ্ধার॥

প্রভূ বীরচন্দ্র কৃপা পাইয়া চৈতন্য।
কানুরাম গুনগায় নিজে মানি ধন্য ॥

এইভাবে কাঁদরাগ্রামে প্রভু বীরচন্দ্র সমীপে যদুচৈতন্য নামব্রহ্ম শিলালিপি প্রাপ্ত হন এবং শ্রীপাট জলুন্দীতে শ্রীরাধাবিনোদের মন্দির স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুরের চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়া দেশে বেগুনকোদর গ্রামে গিয়া বাস করেন। সেই সময় তিনি জলুন্দী পাট হইতে প্রভূ বীরচন্দ্র প্রদত্ত শ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি লইয়া পুরুলিয়ায় আগমন করেন। অদ্যাপি বেগুনকোদর গ্রামে শ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুরের চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীপ্রফুল্ল কমল ঠাকুরের গৃহে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীনামব্রহ্ম।

শ্রীপাট বিবরণ

শীতলগ্রাম ঃ—শীতলগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর পূর্ব কোনে অবস্থিত। শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুর শীতলগ্রামে উগ্রক্ষত্রিয়গনকে প্রেমদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবাস্থাপন করেন এখানে ধনঞ্জয়গোপালের ভাণ্ডসেবার জন্য জীবনকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ ও ভুবনমোহন ব্রাহ্মনত্রয়কে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক এই সেবা অর্পন করেন। বর্ত্তমানের সেবাইতগন তাঁদেরই বংশধর। উপাধি অধিকারী।

মতান্তরে শ্রীপাট শীতলগ্রামে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভ্রাতা সঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধরগন সেখানে সেবাইত। সোদপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। তাঁরা ধনঞ্জয় পরিবার নামে খ্যাত। বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌধুরী ও অধিকারী উপাধিতে মণ্ডিত।

জলুন্দী ঃ— শ্রীপাট জলুন্দী বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান-বরাকরের মধ্যবর্ত্তী খানা ষ্টেশন। খানা সাঁইথিয়া মধ্যবর্ত্তী বোলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে পালিতপুর রোড়গামী বাসে বঙ্গ চক্র (বেংচাতরা) নামিয়া দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধা বিনোদ ও প্রভু নিত্যানন্দ প্রদত্ত নরসিংহ শিলামূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীপাট জলুন্দীর মন্দির সংলগ্ন পদকর্ত্তা শ্রীবিশ্বম্ভর ঠাকুরের সিদ্ধস্থান ও বিনোদচূয়া পুকুর। গ্রামের প্রান্তভাগে বিনোদডাঙ্গী। সেখানে প্রতিবৎসর মাঘী পূর্ণিমাতে ‘বিনোদ মেলা’ নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীধনঞ্জয় গোপালের বংশধরগন জলুন্দী ভিন্ন মুলুক, কুমড়ে, ভেদো, কমা, অবজলপুর, কাঁদরা, পুরুলিয়ার বেগুন কোদর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মুলুক ঃ— শ্রীপাট মুলুক বীরভূম জেলার বোলপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে ধনঞ্জয় গোপালের পৌত্র শ্রীকানুরাম ঠাকুরের শ্রীরাধা বল্লভ ও গৌরাঙ্গ সেবা বিদ্যমান। শ্রীকানুরামের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে গোপাষ্টমীতে মেলা হয়।

বেগুনকোদর ঃ— পুরুলিয়ায় অবস্থিত। শ্রীধনঞ্জয় গোপাল পুত্র শ্রীযদু চৈতন্য ঠাকুরের চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীস্বরূপ চাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার গ্রামে বাস করেন। সেই সময় জলুন্দী পাট হইতে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু প্রদত্ত নামব্রহ্ম শিলালিপি লইয়া আসেন। অদ্যাপি বেগুনকোদর গ্রামে শ্রীস্বরূপ চাঁদ ঠাকুরের অধঃস্তন শ্রীনিমাই চাঁদ ঠাকুরের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লকমল ঠাকুরের গৃহে সেবিত হইতেছেন। এইস্থানে নামব্রহ্ম সেবিত হওয়ায় ইহা জলুন্দীপাটের শাখাপাটরূপে উল্লেখযোগ্য।

সাঁচড়া পাঁচড়া ঃ— সাঁচড়া পাঁচড়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বর্দ্ধমান রেলপথে মেমারী ষ্টেশন। এখান হইতে দুই ক্রোশ সাত দেউলে তাজাপুর। তথা হইতে এক ক্রোশ সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রাম।

তথাহি— পাট নির্ণয়ে—

সাঁচড়া পাঁচড়া করন্দা শীতল গ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥

—

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

শ্রীশ্রীধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্রীশ্রীশ্যাম চন্দ্রোদয়

—ঃগ্রন্থারম্ভঃ—

শ্রীশ্রীধনঞ্জয় গোপালাষ্টকং

অঙ্গ নিত্য রঙ্গ নিত্য নিত্য ভাব পালকং।
ভক্তি নিত্য গোপালস্য নিত্য সেবাকারকং॥
ভক্তিপর শব্দ ধীর নিত্যভাব ভাবিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥ ১

পূর্ব্ব দিব্যরূপধারী নটবরবেশিনং।
গোধূলি ধূসর তনু শিখিপুচ্ছধারিনং॥
কটিতটে পীতধটি বনমালা বেষ্টিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥ ২

বর্ণোৎকর্ষ জ্ঞান জ্যেষ্ঠ শান্তোভাব দাসিনং।
কীর্ত্তিমন্ত যশোধর্ম্ম বেদ ধর্ম্ম পালকং॥
সৎকুলিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি ধর্ম্মমাস্থিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥ ৩

সেবাধর্ম্ম স্থাপনাদি গৌড়দেশ বিস্তারং।
দিব্যজ্ঞান প্রেমদান সর্ব্বজীব নিস্তারং ॥
দর্শনে স্পর্শনে কত নিজ ভাবনাস্থিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৪

শাস্তাঙ্কুর ক্ষমাধীর সংকীর্ত্তন চেষ্টীতং।
ভাবোদ্গম লোমহর্ষ সর্ব্ব গাত্র পূর্ণিতং ॥
নেত্রকান্তি জ্যোৎস্না শান্তি শাস্তাম্বর বেষ্টিতং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৫

চম্পকাঙ্গ ভক্তসঙ্গ চন্দনাদি চর্চ্চিতং।
তানগান শান্তিমন্ত শ্রীচৈতন্য রঙ্গভাবে মূর্চ্ছিতং ॥
শ্রীচৈতন্য কৃপানিতং রাধাকৃষ্ণ ভাবিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৬

প্রেমমত্ত ভক্তিতত্ত্ব লোকশিক্ষা কারকং।
দয়াবাস গৃহিস্থান সর্ব্বজীব পালকং ॥
নিজকীর্ত্তি সর্ব্বস্যাদি প্রভুপাদে অর্পিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৭

প্রভুপ্রিয় অতিরিক্ত পঞ্চমরস ধারনং।
রসপঞ্চ পাত্র ভাণ্ড করে ধরি ভ্রমিতং ॥
শ্রীবৃন্দাবন আদি যত সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিতং।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতেন কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥ ৮

ইতি— শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুর বিরচিত
শ্রীধনঞ্জয়াষ্টকং

● শ্রীধনঞ্জয় গোপালের ধ্যান ●

সুদীর্ঘ নর্ত্তকো মৌলী সুন্দর শ্যাম বিগ্রহ।
পুলক স্বেদ সংযুক্তং মালা চন্দন ভূষিতং॥
রমনীনাং পরিধানং বসুদামস্য প্রকৃতিতাং।
ব্রজলীলা প্রকাশান্তে নৌমি মদন সুন্দরী॥
গৌরপদে সর্ব্বতেজ বৈরাগ্য রসপূরক।
রূপমার্গ সদামগ্ন প্রেম ভাবেন ভাবিত॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যস্য নাস্তি সদা বিগ্রহ সেবনং।
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতেন ত্বং নমামি সদা প্রভো॥

(শ্রীপাট জলন্দীতে সংরক্ষিত হস্তলিপি হইতে প্রাপ্ত)

(২)

ধনঞ্জয়ং বসুদামং শ্যামলং পীতবসনং।
দ্বিভুজং বেনুহস্তঞ্চ গোপবেশং ধরং ভজে॥

* শ্রীধনঞ্জয় গোপালের প্রনাম *

হরিনামাঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ সদা তদ্ভাব পূরিত।
ধনঞ্জয় বসুদাম গোপালায় নমো নমঃ॥

: শ্রীধনঞ্জয় গোপালের সূচক :

আরে মোর পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শ্রীপতি বিপ্রের সুত, কালিন্দীর গর্ভজাত,

জাড়গ্রামে হইলা উদয় ॥
অল্প বয়স হৈতে, কৃষ্ণভক্তগন সাথে,
থাকে কৃষ্ণকথা আলাপনে।
অতুল ধনের পতি, পিতা তাঁর স্নেহ অতি,
পুত্রধনে কর়য়ে পালনে॥
সুন্দরী শ্রীহরিপ্রিয়া, নানা অলঙ্কার দিয়া,
পুত্রে আনি করে সমর্পন।
বিবিধ বিলাস দ্রব্য, অগ্রেতে ধরয়ে নিত্য,
ফিরাইতে তনয়ের মন ॥
পিতার সন্তোষ লাগি, বিলাসীর প্রায় থাকি,
কৃষ্ণভক্তি সাধে সঙ্গোপনে।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ গুন, প্রান হৈল উচাটন,
বিকাইতে ও-রাঙ্গা চরনে ॥
পিতামাতা অদর্শনে, প্রবল বৈরাগ্য মনে,
ধন সম্পদ সব তেয়াগিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরনে, করি আত্ম সমর্পনে,
প্রেমভাণ্ড গ্রহন করিলা ॥
নিত্যানন্দে না হেরিয়া অতি উৎকণ্ঠিত হিয়া
অল্পদিনে প্রভুর দর্শনে।
পূর্বভাব প্রকাশিল তনুমন সমর্পিল
নানা কাকুতি মিনতি বচনে ॥
কৃষ্ণসখা বসুদাম পাই নিত্যানন্দ রাম
নিশিদিশি সংকীর্ত্তনে মাতি।
ফিরয়ে নিতাই সনে কি আনন্দ হৈল মনে ॥
বর্ণিবারে নাহিক শকতি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্ঞামতে, গৌড়ভূমি উদ্ধারিতে,
নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।

ধনঞ্জয় আদি সঙ্গে, আসি তথা মহারঙ্গে,
মত্ত কৈলা স্থাবর জঙ্গমে ॥
পাই নিত্যানন্দ রাম ধনঞ্জয় গুনধাম
প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই।
আজ্ঞা লইয়া তাঁর প্রতি ভাসাইতে রাঢ় ক্ষিতি
সংকীর্ত্তন প্রেমের বন্যায় ॥
শ্রীউগ্র ক্ষত্রিয়গনে প্রেম দিলা হৃষ্ট মনে
বর্দ্ধমান শীতল গ্রামেতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ সেবা স্থাপি অচিরাৎ
আকর্ষিল সর্বজন চিত্তে ॥
সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে উদ্ধারিতে জীবগনে
প্রেমে মাতি বুলে সব ঠাঁই।
বৃন্দাবন আদি তীর্থ ভ্রমিয়া আনন্দে কত
বাস কৈলা শ্রীজলুন্দী গাঁয় ॥
যদুচৈতন্য পুত্র ধনে মন্ত্র দিয়া করি ধন্যে
নিত্যানন্দ দত্ত শালগ্রাম।
সেবা সমর্পন করি রাধাবিনোদ সেবহ বলি
স্ব ইচ্ছায় হৈলা অন্তর্ধান ॥
হা! হা! প্রভু ধনঞ্জয় গৌরাঙ্গ প্রেমময়
নিত্যানন্দ পার্ষদ প্রধান।
কৃষ্ণদাস অকিঞ্চনে উদ্ধারিয়া নিজগুনে
তব শ্রীচরনে দেহ স্থান ॥

—

* শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ সেবা প্রকাশ *

অপূর্ব জলুন্দী গ্রাম দেখিতে সুন্দর।
রাধাবিনোদের সেবা অতি মনোহর॥
প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যাঁর।
শীতল গ্রামেতে ভাণ্ডসেবা তাঁর॥
শীতল গ্রামের লোক সেই ভাণ্ড সেবে।
জলুন্দীতে স্থাপেন বিনোদ নৃসিংহদেবে॥
প্রভু নিত্যানন্দ শিলা নরসিংহদেবে।
ধনঞ্জয়ে সমর্পিলা দণ্ড মহোৎসবে॥
একদিন ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে।
শ্রীযত্নচৈতন্যে কহেন মধুর বচনে॥
শুন বাপ যত্নচৈতন্য বাছাধন।
তোমারে প্রভুর সেবা দিতে মোর মন॥
মন্ত্র দিয়া ধনঞ্জয় সেবা সমর্পিলা।
মন্ত্র সেবা পাইয়া যত্ন কৃতার্থ মানিলা॥
পূর্বভাব স্মরি যত্ন আনন্দিত মন।
দিবানিশি কৃষ্ণনামে নাচে অনুক্ষন॥
অন্ন ব্যঞ্জন সব পরিপাটি করি।
প্রেমসহ বিধিমত দিবসেতে সারি॥
সন্ধ্যাকালে বিনোদের আরতি বাজিল।
জলুন্দীর লোক সবে কৃতার্থ মানিল॥
অপূর্ব দর্শন রাধাবিনোদ যুগল।
হেরিয়া ভক্তগন প্রেমেতে পাগল॥
সেবার বিধান কন প্রেমে পুলকিত।
গৌর কৃষ্ণ বলি নাচে সুমধুর গীত॥

জয় জয় রাধাবিনোদ গায় ভক্তগন।
জলুন্দী হইল সাক্ষাৎ নববৃন্দাবন॥
প্রভুর আদেশে সেবার বিধান করিল।
প্রেমেতে করিবে সেবা পুত্রে জানাইল॥
চোদ্দপোয়া উষ্ট অন্ন মধ্যাহ্ন কালেতে।
সাধ্যমত ব্যাঞ্জনাদি পায়স করিবে॥
বৈকালে শীতল দিবে ভিজান কলাই।
বারটি করিয়া খণ্ড সমর্পিবে তাই॥
নিশিকালে দুগ্ধসহ বারখণ্ড দিবে।
বিচিত্র শয্যায় বিনোদে শয়ন করাবে॥
প্রভাতে অর্চনা সারি ফলাদির ভোগ।
চন্দন তুলসী দিবে মন্ত্রে মনযোগ॥
অতিথি সেবিবে সদা কায়বাক্য মনে।
অতিথি সেবনে ভক্তি লভে সর্ব্বজনে॥
কাঙ্গাল ভক্তের সেবা শুন বাছাধন।
জলুন্দীতে বিনোদ সেবা গায় সর্ব্বজন॥
পণ্ডিত ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য।
কানুরাম গুন গায় নিজে মানি ধন্য॥

ইতি – শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পৌত্র শ্রীরামকানাই ঠাকুর
প্রণীত শ্রীপাট জলুন্দীর শ্রীরাধাবিনোদ
সেবা প্রকট বর্ণন সমাপ্ত।

(শ্রীপাট জলুন্দী শ্রীপাটে রক্ষিত হস্তলিপি হইতে সংগৃহীত।)

—

শ্রীশ্রীশ্যাম চন্দ্রোদয়

শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য শ্রীপাট মঙ্গলডিহি বাসী শ্রীপানুয়া গোপালের বংশধর জগদানন্দের বিরচিত। শ্রীজগদানন্দের বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও মঙ্গলডিহিবাসী শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের বিরচিত শ্রীপ্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থে নয়নানন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে বর্ণন যথা— শ্রীপানুয়া গোপাল শিষ্য কাশীনাথের পাঁচ পুত্র— অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষ্মন ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপাল চরনের দুই পুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ।

সুন্দরানন্দ গোপাল বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১২৭ শ্লোকের বর্ণন —

"পুরা সুদাম নামাসীদদ্য ঠাকুর সুন্দরঃ॥" শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থের বর্ণন—

হলদা মহেশপুর সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্বে সুদাম জানিবা নিশ্চয়॥

বংশী শিক্ষা গ্রন্থের বর্ণন—
শ্রীসুন্দরানন্দ বন্দ সুদাম আখ্যান।
হালদা মহেশপুরে যার অবস্থান॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থের দ্বিতীয় দর্শনের বর্ণন—
সুদাম স্বরূপে হয় শ্রীসুন্দরানন্দ।
মহাঅনুভব রসে হয় ভবানন্দ॥
জাম্বিরের গাছ হইতে কদম্বের ফুল।
দুই কানে পরিয়া রূপ দেখাইলা নিস্তুল॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তি রস কদম্ব গ্রন্থের বর্ণন—
ঠাকুর সুন্দর পূর্বে সুদাম গোপাল।
রামকৃষ্ণ প্রিয় সখা রঙ্গিয়া রাখাল॥
এবেই শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্য প্রিয় অতি।
কলিযুগে তার নাম সুন্দর খেয়াতি॥

দেবকী দাসকৃত বৈষ্ণব বন্দনায়—

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্ব ফুল জাম্বিরের গাছে ॥

শ্রীচৈতন্যগনোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণন—

সুদাম বলিয়া যার পূর্বনাম ছিল।
গঙ্গাপার মহিশপুর উদয় করিল ॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর এবে নাম হৈলা।
কৃষ্ণনাম জীবে দিয়া কৃতার্থ করিলা ॥

শ্রীসুদামের পরিচয় বিষয়ে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে ৪০-৪১ শ্লোকের বর্ণন—

ঈষদ্গৌর সুদামা চ দেহকান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্র পরিধানো রত্নাভরণভূষিতঃ ॥
পিতা চ মটুকো নাম রোচনা জননী ভবেৎ।
সুকিশোর বয়োবেশ্য ন নাকেলিরসোৎকরঃ ॥

সুদামের পিতা মটুক, মাতা রোচনা, ঈষৎ গৌরবর্ণ, নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান, ভ্রাতা বিদগ্ধ।

পান্নুয়া গোপাল সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য— আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

তাঁর বিষয়ে চন্দ্রোদয় গ্রন্থের বর্ণন—

মন্দিরে বর্ত্ততে যস্য শ্যামসুন্দর বিগ্রহঃ।
পর্ণ বিক্রয় দ্রব্যেন পূজা যেন কৃতাপুরা ॥
যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্রপ্রদায়কম্।
তং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া ॥

শ্রীপ্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থের ১০ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

পানুয়া গোপাল হন গোপালের গন ॥
তাহার মহিমা খ্যাত্ত আছে সর্বজনে ॥
ব্যাঘ্রে হরিনাম মন্ত্র দিলা যে কাননে।
খোনকারের খানা অন্ন কৈল পুষ্পময় ॥
যাহাকে স্পর্শি চোরগন পথে অন্ধ হয়।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব গ্রন্থের বর্ণন—

ঠাকুর সুন্দর পূর্বে সুদাম গোপাল।
রামকৃষ্ণ প্রিয় সখা রঙ্গিয়া রাখাল ॥
এবেহ শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্য প্রিয় অতি।
কলিযুগে তাঁর নাম সুন্দর খেয়াতি ॥
তাঁর প্রিয় পাত্র পর্নিগোপাল মহাশয়।
জগতে তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাঘ্র শিষ্য হয় ॥
যবনের অন্ন যিহো পুষ্পজাতি কৈল।
যাঁকে স্পর্শি চোরগন পথে অন্ধ হৈল।
পর্ণ বেচি কৃষ্ণসেবা করিয়া নিতি নিতি।
শিরঃস্পর্শ নয় বোঝা চলে উর্দ্ধগতি ॥
কৃষ্ণবলরাম যার বশ প্রেমগুনে।
তাহার মহিমা গুন কে বর্ণিতে জানে ॥

শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার বর্ণন —

ঠাকুর কহেন, আমার পিতার মনসুখ হয় ॥
উত্তম ব্রাহ্মন কুলেতে জনম পরম তপস্বী হন।
হনুমানে চড়ি, রামচন্দ্র আসি যারে দেন দরশন ॥
ঠাকুর সুন্দর মোরে কৃপা করে তাহার বিবরণ শুন।
পুরুয়া নামেতে একটি পুষ্কর্নি গ্রামের পূবেতে রন ॥

তাহার ঘাটেতে কদম্ব ঘণ্ডিতে বৈসা সুন্দরানন্দ।
কৃপাকরি প্রভু সেখানে বসিয়া আমারে দিলেন মন্ত্র॥
সঙ্গেতে তাহার অনেক বৈষ্ণব আসিয়া আমার ঘরে।
দ্বাদশ দিবস করে মহোৎসব আমন্যা সকলে করে॥
আমার গৃহিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া আর ভগিনী মাধবী নাম।
এই দুইজনে ঘরে রহি করে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান॥
তের বৎসরেতে হঞা দোহার শ্রীকৃষ্ণ চরনে রতি॥

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীগোপাল দাস সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য। এই গোপাল ও পাম্বুয়া গোপাল এক কিনা বিচার্য্য। শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্তির আগে তাঁহার নাম শুধু গোপাল ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বিলাসেব ১ শ্লোক—

বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং স্নিগ্ধ সুন্দর বিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্য নয়নানন্দং সানন্দং প্রেমদং গুরুং॥
গ্রন্থং শ্রীকৃষ্ণ বিলাসাখ্যং প্রেমভাব প্রকাশকং।
প্রোক্তং গোপাল দাসেন সহৈষৈঃ শ্রবনোৎসুখান॥

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস গ্রন্থের সমাপ্তি কাল বিষয়ে বর্ণন—

প্রেমামৃত মহাসিন্ধো তত্ত্বভাব প্রকাশকঃ।
প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ বিলাস কৃতী দীন গোপাল দাসকঃ॥
শাকে জলনিধি শশভদ্বান সুধাংশৌ প্রযত্ন বাহুল্যাদয়ং।
গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ বিলাসে বিহিতঃ শ্রীমৎ গোপাল দাসেন॥

১৫১৭ শকাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়।

—

শ্রীশ্রীশ্যাম চন্দ্রোদয়

(শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের বংশধর
শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত।)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়োমুদীরয়েৎ ॥
মন্দিরে বর্ত্ততে যস্য শ্যামসুন্দর বিগ্রহঃ।
পর্ণ বিক্রয় দ্রব্যেন পূজা যেন কৃতাপুরা ॥
যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্র প্রদায়কম্।
তং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া ॥

জয় জয় ভকতবৎসল শ্যামচাঁদ।
পুরুবে নন্দের গৃহে, বোঝাবাহিকরূপে
এবে পিরীতে বহে পান ॥ ১
তার বিবরণ শুন, সন্ন্যাসী একজন,
শ্যামচাঁদে মাথে করি ফিরে।
আসিয়া মঙ্গলডিহে, বৈসে পণ্ডিত গৃহে,
সেদিনে পণ্ডিত সেবা করে ॥ ২
সেবা অবসরে বসি, দ্বিজ কহে সন্ন্যাসী,
তব পাশে প্রয়োজন আছে।
পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে কহে, আছেন মঙ্গলডিহে,
গোপাল ডাকিয়া দিয়া কাছে ॥ ৩
আসিয়া গোপাল তখনি, নমঃ নারায়ণ বলি,
সন্ন্যাসীর নিকটে বসিলা।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন, দোঁহে প্রেম আলিঙ্গন,
দুইজনে মিত্রতা করিলা ॥ ৪

শ্যামচান্দে দৃষ্টি হয়, দরশনে বিস্ময়,
প্রণিপাত প্রনাম করয়।
তদবধি রাঙ্গাপদ, লুব্ধ গোপালের চিত,
নেত্রে জল ঝর ঝর বয় ॥ ৫
ঠাকুর সন্ন্যাসীকে কন, কোন দেশে পূর্বাশ্রম,
কোন দেব কর উপদেশ।
এ হেন মোহন মূর্ত্তি, তুমি বা পাইলা কতি
কহ মোরে সকল বিশেষ ॥ ৬
সন্ন্যাসী গোপালে কন শুন মোর গৃহাশ্রম
কহি শ্যামচান্দের প্রসঙ্গ।
কহিতে কহিতে সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধু ভাসি
প্রেমধারা পুলকিত অঙ্গ ॥ ৭
যজ্ঞেতে শ্রীদামচাঁদে ভায়া লাগি অন্ন মাগে
অন্নদানে যজ্ঞপত্নীগনে।
অন্ন আনি করি হাতে যায় শ্রীদামের সাথে
কুললাজ ভয় নাহি মানে ॥ ৮
নব নব দ্বিজবধূ ঝলমল মুখবিধু
টলমল গমন সুঠাম।
প্রেমধারা দুনয়নে প্রবেশহ সেই বনে
যেখানেতে কৃষ্ণ বলরাম ॥ ৯

---

১) মঙ্গলডিহি : হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান বরাকরের মধ্যবর্ত্তী খানা ষ্টেশন। খানা সাঁইথিয়ার মধ্যবর্ত্তী বোলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে বোলপুর সিউড়িগামী বাসে পাড়ুই নামিয়া অন্য বাসে বা রিক্সায় ৩-৪ মাইল দূরে মঙ্গলডিহি অবস্থিত।

আসি দরশন পাই, দেখি নয়ন জুড়াই
শ্বেত শ্যামল দুই চান্দ।
নারীগনে কহে প্রভু, আর না ছাড়িবা কভু
চরনে পরাণ কৈল দান॥ ১০
নব—, কর দুটি জোড় করি
দ্বিজকুলে উজ্জ্বল বনিতা।
যত মনস্তাপ ছিল, সকল দূরেতে গেল
শুনি হরি মুখের বারতা॥ ১১
তদবধি কুলধর্ম্ম, সেই উপাসনা কর্ম্ম
গতি মতি শ্রীরামকানাই।
বহুদিন গেলে কলি, সে মুনির বংশাবলী
সবে তারা কৃষ্ণ গুন গাই॥ ১২
তার মধ্যে একজন, পরম ভকত হন
পূর্বাপূর্ব কৃষ্ণলীলা শুনি।
তখন না হল জন্ম, না দেখিসে সব কর্ম্ম
মনে কত অধঃক্ষেপ মানি॥ ১৩
এইত যমুনা তীরে, ধরাধরি করি করে
সখা সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম।
রৌদ্রেতে তাপিত হলে, নামিয়া শীতল জলে
অঞ্জলিতে করিতেন পান॥ ১৪
স্নিগ্ধ যমুনার তীরে, নব নব দূর্ব্বাদলে
করিতেন গোধন চারন।
সেই লীলা চিহ্ন দেখি প্রেমধারা দুটি আঁখি
পরে দ্বিজ হয়ে অচেতন॥ ১৫
মোর পূর্ব্ব ঠাকুরানী দিয়াছিলা অন্ন আনি
রামকৃষ্ণ করয় ভোজন।

সেইবংশে জনম মোর সেই ব্রজপুরে ঘর
কেনে না পাইয়ে দরশন ॥ ১৬
যমুনা কৃষ্ণের প্রিয়া, ইহার হইলে দয়া
শ্রীকৃষ্ণের পাই দরশন।
তা বুঝি যমুনা কূলে সতত যতন লয়ে
যমুনাকে পূজয়ে ব্রাহ্মন ॥ ১৭
হেদেগো যমুনা মাতা তুমি দিবাকর সুতা
শ্রীনন্দ সুতের প্রিয়তমা।
কেমনে পুজিলে তাই হরি দরশন পাই
পূর্ণ কর মনের বাসনা ॥ ১৮
ধূপ দীপ উপচার মধুপর্ক অর্ঘ্য আর
সুগন্ধি চন্দন দিল জলে।
নানাবিধ পুষ্পাঞ্জলি স্রোতে বহি যায় চলি
টলমল পবন হিল্লোলে ॥ ১৯
তাহাতে যমুনা মাতা প্রসন্ন হইল সেথা
স্বপ্নে দেখা দিল মূর্ত্তি ধরি।
নানাজাতি অলঙ্কার বিচিত্র বেশর হার
রূপবতী পরম সুন্দরী ॥ ২০
ঘাগর উড়নি শাড়ী হৃদয়ে কাচলি পরি
নববয়াঃ ব্রজে বিহারিনী।
যমুনা কহয়ে দ্বিজ যে লাগি আমারে ভজ
কার্য্যসিদ্ধি করি দিব আমি ॥ ২১
কিন্তু বিগ্রহ রূপে প্রভু দরশন পাবে
এবে নহে লীলার প্রচার।
ব্রজের দ্বাদশ বন করহ পরিবটন
পাবে হরি শ্রীনন্দকুমার ॥ ২২

মনে ভাবে দ্বিজবর, ব্রজে সেব্য গোপেশ্বর,
এই আজ্ঞা তেঁহ করা ছিল।
দুই আজ্ঞা এক হৈল মনের সন্দেহ গেল
প্রনিপাত সাষ্টাঙ্গে করিল ॥ ২৩
বিদায় হইল বিপ্র গমন করিল শীঘ্র
চৌরাশি ক্রোশেতে ব্রজে ফিরে।
ঝোর ঝকন কত প্রবেশে সঙ্কট পথ
বঙ্কস্থল তাহার ভিতরে ॥ ২৪
স্থল অতি সুশীতল নানাজাতি পুষ্পফল
পল্লব কুসুম আচ্ছাদন।
একটি তাহার মাঝে শ্যাম বিগ্রহ আছে
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা সুমোহন ॥ ২৫
বিগ্রহ সুন্দর হন সুমাধুরী সুগঠন
শুনেছি যমুনার মুখে।
বহু দুঃখ প্রভু পায়া মনে উলসিত হয়া
ঘরে লয়া যায় দ্বিজ সুখে ॥ ২৬
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিয়া সুসার বুঝ
কাম্য বনে বাস কৈল।
একাশি পুরুষ ধরি তারা সবে সেবা করি
সকলে শ্রীকৃষ্ণ পাইল ॥ ২৭
আমি অবশেষে হইয়া সন্ন্যাসী
বিদেশে ভ্রমিয়া ফিরি।
পিতৃপুরুষের সেবাটি আছিল
তাহাতো ছাড়িতে নারি ॥ ২৮
— কালে পরিচয় দিল
যত সেবা উপাসনা ধর্ম্ম।

ব্রজবাসী দ্বিজ কুলেতে জনম
এখন ভ্রমন ধর্ম্ম ॥ ২৯
সেই মোর পুর্ব ঠাকুরানী গনে
ভজয়ে রামকানাই।
সেই হৈতে মোর কুলের দেবতা
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই ॥ ৩০
পূর্ব পরিচয় দিয়া সেইত সন্ন্যাসী
কহে দাও পরিচয়।
ঠাকুর কহেন আমার পিতার
নাম মনসুখ হয় ॥ ৩১
উত্তম ব্রাহ্মন কুলেতে জনম
পরম তপস্বী হন।
হনুমানে চড়ি রামচন্দ্র আসি
যারে দেন দরশন ॥ ৩২
ঠাকুর সুন্দর মোরে কৃপা করে
তাহার বিবরন শুন।
পুরুয়া নামেতে একটি পুষ্করনী
গ্রামের পূবেতে রন ॥ ৩৩
তাহার ঘাটেতে কদম্ব খণ্ডিতে
বৈসা শ্রীসুন্দরানন্দ।
কৃপা করি প্রভু সেখানে বসিয়া
আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥ ৩৪
সঙ্গেতে তাহার অনেক বৈষ্ণব
আসিয়া আমার ঘরে।
দ্বাদশ দিবস করে মহোৎসব
আমাত্মা সকলে করে ॥ ৩৫

আমার গৃহিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া আর
ভগিনী মাধবী নাম।
এই দুইজনে আমার ভবনে
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান ॥ ৩৬
তের বৎসরেতে হয়া দোহার
শ্রীকৃষ্ণ চরনে মতি।
সন্ন্যাসী কহয়ে অল্প বয়সে
হইল এমন রীতি ॥ ৩৭
তাহাতে সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য লাগয়ে
নবীনা দুটি নারী।
তবে শ্যামচাঁদে দিবস কয়েক
হেথা রাখি তীর্থ করি ॥ ৩৮
যতন করিয়া সময় বুঝিয়া
প্রভুর দিবেক ভোগ।
কৃষ্ণসেবা যোগ্য ইহারা উত্তম
বটেন তিনটি লোক ॥ ৩৯
তা বুঝি সন্ন্যাসী গোপনে কহয়ে
বচন রাখহ তুমি।
চারি মাস লাগি সেবাটি যোগাহ
নীলাচলে যাই আমি ॥ ৪০
ঠাকুর কহেন তথাস্তু বচন
সন্ন্যাসী সোঁপিল তায়।
হেন শ্যামচান্দ তোর গোষ্ঠী বিনে
সোঁপিয়া যাইব কায় ॥ ৪১
পুনশ্চ সন্ন্যাসী কহে মিতা মোর
আর এক কথা শুন।

অতি যোগ্য যদি তোমার বাড়ীতে
কৃষ্ণ সেবা নাহি কেন ॥ ৪২
ঠাকুর কহেন শুনহ সন্ন্যাসী
যে কারনে নাহি সেবা ।
পূর্বেতে আমারে ঠাকুর সুন্দর
যখনে করিলা কৃপা ॥ ৪৩
প্রভুর সাক্ষাতে কৃষ্ণ সেবার লাগি
নিবেদন কৈল যবে ।
তাতে প্রভু মোরে করিলা বারন
সেবা ঘরে বসি পাবে ॥ ৪৪
শ্রীগুরু আজ্ঞাতে সেবা না করিয়ে
শুন হে সন্ন্যাসী মিতা ।
কত দিনে কৃপা করি আসিবেন
সেই প্রভু মোর কোথা ? ৪৫
সন্ন্যাসী তাহা শুনি মনে মনে গুনি
কি জানি আমাকে ফলে ।
আমার কপালে আগুন লাগে বা
ধীরি ধীরি ফিরি বলে ॥ ৪৬
এ কথা শুনিয়া সেবা পরে দিয়া
বিদেশেতে যাইতে নারি ।
এক একবার তীর্থ যাত্রা করি
এক একবার ফিরি ॥ ৪৭
এথা বা আমি সেবা সমর্পিল
কি বলি এখন নিব ।
স্বকার্য্য লাগিয়া বন্ধুত্ব করিয়া
কেমতে জবাব দিব ? ৪৮

ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী
হেঁট মাথা করি থাকে।
অবসর বুঝি সুধীর বচনে
ঠাকুর কহেন তাঁকে ॥ ৪৯
শুন মিতা মোর সন্ন্যাসী গোঁসাঞি
ফিরিয়া আইলা কেনে।
সন্ন্যাসী কহেন তোমার কথাতে
সন্দেহ হইল মনে ॥ ৫০
তাহাতে ঠাকুর কহেন শুন ত
এ কথা মনে কি লাগে।
যাগার দেবতা তাহারে ত্যজিয়া
অন্যের নিকটে থাকে ॥ ৫১
একে সে এদেশ মৎস্যগ্রাহী লোক
উঝায় সকলে খায়।
তাহাতে এ গ্রাম দধি দুগ্ধ হীন
স্থান সে কর্কশ প্রায় ॥ ৫২
কি গুনে এখানে তোমার শ্যামচান্দ
আমার বশে রহিবে?
কিছু চিন্তা নাহি সন্ন্যাসী গোসাঞি
আসি শ্যামচান্দে পাবে ॥ ৫৩
বাক্যে তুষ্ট হয়া তখন সন্ন্যাসী
তীর্থ করিবারে যায়।
দক্ষিন অবধি আর পূর্ব দিক
ভ্রমন করিলা প্রায় ॥ ৫৪
নীলাচল গঙ্গা সাগর সঙ্গম
বানোয়া কুণ্ডকে ফিরি।

জয়ন্তা ভবানী ত্রিপুরা কামাখ্যা
সকল ভ্রমন করি ॥ ৫৫
চারি মাস বলি সন্ন্যাসী যাইল
বৎসর বহিয়া গেল।
বুঝি শ্যামচান্দ কৃপা কৈল মোরে
মনেতে উদয় হইল ॥ ৫৬
এতদিনে চলে কোনরূপে সেবা
আখের লাগিয়া ভাবে।
পর্ণের ব্যাপার সদ্যুক্ত করন
করিব নিশ্চিন্ত ভাবে ॥ ৫৭
গ্রামের নৈঋতে পর্ণলতা গড়ি
বাড়ুই আনিয়া সোঁপে।
পনের দিবসে বরজ হইল
দেখি সর্বলোক কাঁপে ॥ ৫৮
সেই বরজের এক বোঝা করি
পান নিতি নিতি লয়া।
সেবার কারনে ঠাকুর গোপাল।
বিদেশে বেচেন যায়া ॥ ৫৯
সেইদিন হইতে পানুয়া গোপাল
নামটি লোকেতে বলে।
শ্যামচান্দ তার বোঝাটি বহেন
তেঞি আলগোছে চলে ॥ ৬০
পঞ্চকোটে পথ পঁচিশ ক্রোশ সে
নিতি যাতায়াত করে।
পান বিকি করি দশমণ্ড মাঝে
সেবা করে আসি ঘরে ॥ ৬১

পান বেচা ধন বাঙ্কিতে দ্বিগুন
পথে চতুর্গুন হয়।
ঘরে আসি ধন হয় শতগুন
লোকে ত আশ্চর্য্য কয়॥ ৬২
ত্যহার গৃহিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী
তাথে দ্রব্য কত করে।
দধি দুগ্ধ আদি বিবিধ মিষ্টান্ন
পরিপূর্ণ হয় ঘরে॥ ৬৩
প্রাতঃকালে ছানা সন্ধ্যায় শীতল
সামগ্রী সময় ফল।
শর্করা মিঠাই প্রান জুড়াইয়া
কর্পূর বাসিত জল॥ ৬৪
কিঞ্চিৎ ভোগের বিলম্ব হইলে
লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরানী।
মোর শ্যামচান্দ ক্ষুধায় পীড়িত
হেরয়ে মুখখানি॥ ৬৫
কখনো কখনো তাহারে স্বপনে
শ্যামচান্দ কহে কথা।
কাল সকালেতে ক্ষীর খাওয়াইবে
শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা॥ ৬৬
যশোমতী যেন পালে নন্দলালে
সেই সে এখানে দেখি।
দ্রৌপদীর যেন রন্ধন উথলে
খাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখী॥ ৬৭
সেইরূপে লক্ষ্মী আনন্দ করয়ে
সময় বুঝিয়া সেবা।

ঠাকুর যেমত ঠাকুরানী তেন
তেঞিও হোল দোঁহা কৃপা ॥ ৬৮
এইরূপে চারি বৎসর সকলে
প্রিয়পদ সেবে।
অতীব আনন্দে অক্রূর স্বরূপ
সন্ন্যাসী আইল তবে ॥ ৬৯
তাহাকে দেখিয়া চমকিত হয়া
অঙ্গ কাঁপে থর থর।
সেবাকার্য্য যত হইল রহিত
অবশ হইল কর ॥ ৭০
কান্দয়ে পানুয়া তাহার ঘরনী
ভগিনী মাধবী লতা।
মঙ্গলডিহি হৈল হাহাকার
শুনিয়া বিষম কথা ॥ ৭১
আরতি সময়ে আসিয়া সন্ন্যাসী
বসেন প্রভুর কাছে।
বুঝিয়া তাহাতে ভাবয়ে মনেতে
দৌড়াইয়া দেয় পাছে ॥ ৭২
ক্ষণেক বিলম্বে কিছু স্থির হয়া
পানুয়া সন্ন্যাসীকে কয়।
আজি কোথা হইতে আইলা মিতা মোর
ভাল ছিলে মহাশয় ॥ ৭৩
কহে ত সন্ন্যাসী আমি ত বিদেশী
আমারে জিজ্ঞাস কি?
বাড়ী প্রবেশিতে শুনি হাহাকার
ভাবেতে বুঝিয়াছি ॥ ৭৪

ক্রোধেতে সন্ন্যাসী তনু গরগর
ঘন ফিরে দুটি আঁখি
ঠাকুর পানুয়া স্তব করে কত
দেখিয়া তাহা না দেখি ॥ ৭৫
কত উপরোধে জলপান করে
সে রাত্রি শুতিয়া রয়।
প্রভাতে উঠিয়া মিতা মিতা বলি
সন্ন্যাসী ডাকিয়া কয় ॥ ৭৬
তোমাতে আমাতে এই ত' বিদায়
শ্যামচান্দে যাছি লয়া।
শুনিয়া পানুয়া কান্দিয়া নিকটে
আইলা — — ॥ ৭৭
হইয়া কাতর জোড় করি কর
ধীরে ধীরে কিছু কন।
মোর সেব্য নন তোমার বটেন
যদি শুন নিবেদন ॥ ৭৮
দিবস কয়েক রাখ শ্যামচান্দে
থাকহ করুনা করি।
যতদিন দেখি ততদিন বাঁচি
আজু বেলা হৈল মরি ॥ ৭৯
তাহাতে সন্ন্যাসী অতি রুষ্টভাষী
নিঠুর বচন বলে।
কোন ব্যবহার এইত বিচার
কাড়িয়া লইবে ছলে ॥ ৮০
নন্দের মন্দিরে প্রানাধিক করি
যশোদা পালন করে।

লোক ব্যবহারে প্রকট লীলাতে
পশ্চাতে রাখিতে নারে ॥ ৮১
পরের বিগ্রহ আপন বলিয়া
কেমতে রাখিতে চাহ।
তেঞি বলেছিলে শীঘ্র করি মিতা
তীর্থ করিবারে যাহ ॥ ৮২
নিঠুর সন্ন্যাসী দয়া নাহি বাসী
শ্যামচান্দে মাথে করি।
তা দেখি ঠাকুর পান্নুয়া তখন
তনু আছাড়িয় পড়ি ॥ ৮৩
লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরানী সন্ন্যাসীর
চরনে পড়িয়া থাকে।
হরি যায় মধু পুরে যেন গোপী
পড়েন রথের চাকে ॥ ৮৪
দ্রুত চলে করি দণ্ডবারি কমণ্ডুল
সেই শ্যামচান্দে মাথায় করিয়া।
ঠাকুর পান্নুয়া তার পশ্চাৎ কাঁদিয়া যান
তবু সন্ন্যাসী না দেখে ফিরিয়া ॥ ৮৫
শুন এক নিবেদন দাঁড়াহ রে একক্ষন
আর একবার শ্যামে দেখি।
সন্ন্যাসী দূরেতে গেল দরশন নাহি পান
মাঠে যায়া ভূমে পড়ি থাকে ॥ ৮৬
লক্ষ্মীপ্রিয়ার মনে দিবানিশি নাহি জানে
পড়িয়া কান্দয়ে সেই মাঠে।
যতেক গ্রামের লোক পড়ি কান্দে করি শোক
কেহ কেহ প্রবোধে নিকটে ॥ ৮৭

বৃদ্ধ বালক যত কান্দে কুলবধূ কত
সন্ন্যাসীতে লয়া গেল প্রান।
শামরা গ্রামের লোক এত যদি পাল শোক
ইহারা কতেক শোক পান॥ ৮৮
কান্দে লক্ষ্মী ঠাকুরানী কে মতে বাঁচে পরানী
না হইল প্রানের ধারন।
যেমতে অক্রূর আসি মোর সেই সন্ন্যাসী।
প্রান লয়া করেন গমন॥ ৮৯
কোথা মোর শ্যামচান্দ দেখা দিয়া রাখ প্রান
পানুয়ার গোষ্ঠীসহ কান্দে।
না দেখিয়া ছিলাম ভাল দেখিয়া পরান গেল
এত দুঃখ দিলে শ্যামচান্দে॥ ৯০
এই মতে শোক করি মাঠেতে আছেন পড়ি
গ্রামি লোক ধরি আনে ঘরে।
শ্যামশোকে অনুরাগী আঙ্গিনাতে পড়ে থাকি
সবে তারা উপবাস করে॥ ৯১
সন্ন্যাসীর মাথে চড়ি শ্যামচান্দ হৈলা ভারি
সন্ন্যাসী বলে চলিতে না পারি।
দধি দুগ্ধ ঘৃতে তুষ্ট বুঝি হৈলা ধাতুপুষ্ট
তেঞি আমি চালাইতে নারি॥ ৯২
মনেতে করি অনুমান বহুদূরে নাহি যান
দুই ক্রোশ পথ মধ্যে রয়।
"হেদে দুষ্ট সন্ন্যাসী আমি আছি উপবাসী"
শ্যামচান্দ স্বপনেতে কয়॥ ৯৩
"তাহারা আমার লাগি, শোকে অন্ন-জল ত্যাগী
সবে তারা উপবাসী আছে।

তাহার লাগিয়া মোর ব্যাকুল হয় অন্তর
শীঘ্র লঞা দেগা তার কাছে ॥ ৯৪
এই দেখ প্রেমডোরে বন্ধন দুইটি করে
চলিতে না পারি এক পা।"
এ কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী মনে অতি দুঃখ বাসী
ত্রাসেতে কাঁপয়ে তার গা ॥ ৯৫
এইরূপে তিনবার স্বপ্ন দেখে চমৎকার
উঠি উঠি সন্ন্যাসী করে জপ।
পশ্চাত বুঝিল তাহে স্বপ্ন ভৌতিক নহে
তখন — — স্তব ॥ ৯৬
এই অপরাধ দেখি পর ঘরে প্রভু রাখি
গিয়াছিলাম তীর্থ করিবারে।
স্বেচ্ছাময় বট তুমি বুঝিতে না পারি আমি
চল প্রভু পানুয়ার ঘরে ॥ ৯৭
শ্যায়চান্দ করি মাথে মঙ্গলডিহির পথে
সন্ন্যাসী সে ধীরে ধীরে যায়।
পানুয়া অঙ্গনে পড়ি দেখিয়া দয়াল হরি
স্বপনেতে ধরিয়া উঠায় ॥ ৯৮
আমি যাছি ঘরে ফিরি তুমি আইস আগুসরি
গ্রামের ঈশান পাশ পথে।
পুনশ্চ পুনশ্চ কয় এই স্বপ্ন মিথ্যা নয়
লাগ পাবে পথেতে আসিতে ॥ ৯৯
তারপর লক্ষ্মীপ্রিয়া ভূমিতলে ছিল শুইয়া
স্বপনেতে তারে কয় কথা।
বালক রূপেতে গলে ধরিয়া বসিয়া কোলে
খাইতে দেগো লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা ॥ ১০০

ধরি রাথে সন্ন্যাসী আজি আমি উপবাসী
তুমি মোর তত্ত্ব না করিলে।
পান্থুয়া অর্জিত ধন তোর হস্তের রন্ধন
তা বিনে উপাসী আছি বলে॥ ১০১
ফিরিয়া আসিছি আমি সামগ্রী করহ তুমি
গোপালে পাঠাহ মোরে নিতে।
নিদ্রা ভাঙ্গিলে দোঁহে নিজ নিজ স্বপ্ন কহে
কাঁদি পড়ে কহিতে কহিতে। ১০২
কহে লক্ষ্মী ঠাকুরানী আনিবারে যাহ তুমি
সকালে ঠাকুর মহাশয়।
পূর্ণ কলস করি লক্ষ্মীপ্রিয়া বামে ধরি
পান্থুয়ার শুভ যাত্রা হয়॥ ১০৩
অল্প জ্যোৎস্না রাত্রি আছে ধাইয়া শৃগাল কাছে
বামে গেল দক্ষিনেতে গাই।
অর্দ্ধেক পথেতে যাইতে সেই সন্ন্যাসীর মাথে
শ্যামচান্দে দরশন পাই॥ ১০৪
সন্ন্যাসী কহে নিজ কথা স্বপনে দেখিছি সেথা
তেঞি আমি আসিল ফিরিয়া।
পান্থুয়া গোপাল কন মোরে সেই স্বপ্ন হন
আইলাম তুরিতে ধাইয়া॥ ১০৫
সন্ন্যাসী স্তব করে কত তুমি মিতা ভাগ্যবন্ত
যাইয়া আনন্দে কর সেবা যত।
গ্রামের নিকটে আইল লোক শুনিবারে পাইল
বৃদ্ধ যুবা বালক ধায় কত॥ ১০৬
কেহো তত্ত্ব দিতে ধায় ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়া মায়
তোর শ্যামচান্দ আইল ফিরি।

শুনি কত উলসিত   তনু হয় পুলকিত
মঙ্গল সামগ্রী সম্ভার করি ॥ ১০৭
থালে দূর্বা ধান্য কড়ি   গো-ঘৃতে প্রদীপ ভরি
চৌদিকে বেড়িয়া ফুল ফল।
গ্রামবাসী যত নারী   লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বেড়ি
কারো কক্ষে কলস জল ॥ ১০৮
রামচন্দ্র বনবাসে   ফিরিয়া অযোধ্যা আইসে
কৌশল্যা আনিতে যেন যান।
তেমতি সে লক্ষ্মীপ্রিয়া   আনন্দ পাথার হিয়া
কতদূরে মোর শ্যামচান্দ ॥ ১০৯
দূরে সেই গ্রামকূলে   সুমঙ্গল হুলাহুলি
শ্যামচান্দ পানুয়ার মাথে।
পাছেতে সন্ন্যাসী যায়   কারো পানে নাহি চায়
হেঁট মাথা কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১১০
চাঙ্গী বনমালা নাচে   শিঙা বেণু শঙ্খ বাসে
কাংস করতাল মৃদঙ্গ।
মঞ্জুল চামর করে   ছত্রক মস্তক ধরে
আড়ানিতে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ ॥ ১১১
লক্ষ্মী দেয় জলধারা   গ্রামের স্ত্রীলোক তারা
সভে মেলি দেয়ত হুলতি।
গাত্রে দিয়া দূর্বা ধান   ছড়াইয়া পুষ্পবান
সন্দেশ মিষ্টান্ন নানাজাতি ॥ ১১২
রামচন্দ্র পাটে বসি   অযোধ্যা নগরে আসি
তেমতি বসিলা শ্যামচান্দ।
ডাকিয়া সধবা যত   তৈল হরিদ্রা কত
দিয়া নানা চন্দন পরাগ ॥ ১১৩

শ্যামচান্দ আল্যাঘরে মহামহোৎসব করে
গোপাল পানুয়া মহাশয়।
কত ক্ষীর পরমান্ন বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন
ঠাকুরানী রন্ধন করয়॥ ১১৪
যত করে রন্ধন বাড়য়ে সহস্র গুন
তরকারী দুই চারি শাক।
কত জাতি রান্ধে সূপ চাঁছি ভরি ঘৃতে পূপ
নারিকেলে ভরে পিঠা পাক॥ ১১৫
সুগন্ধিত তিন চারি ঝাল ব্যঞ্জন করি
বড়ি দিয়া মুকুলের কোড়া।
করিয়া বার্ত্তাকুচাকী আটা মাখি ঘৃতে ছাকি
পানিফল রম্ভা চাকা বড়া॥ ১১৬
আম ভিজায়া দুধে সর্করা কয়েক তাথে
আমচুর তেওটি অম্বল।
ভোগ সজ্জা করি লক্ষ্মী প্রভুর সাক্ষাতে রাখি
থরে থরে ব্যঞ্জন সকল॥ ১১৭
শ্যামচান্দে ভোগ দিয়া কত লোকে খাওয়াইয়া
সংকীর্ত্তন সম্পূর্ণ করয়।
পানুয়া আনন্দ করি ছড়ায়ে হরিদ্রা দধি
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হয়॥ ১১৮
তাহা দেখি সন্ন্যাসী মনেতে বিস্ময় বাসী
পানুয়াকে ধন্য ধন্য বলি।
ধন্য তোর পিতৃগন যাঁর কুলে জন্ম হন
ধন্য মাতৃকুলের সকলি॥ ১১৯
ধন্য এই দেশপতি যাঁর দেশে তোর স্থিতি
ধন্য তোর বসতি ধরণী।

ধন্য সে গোপাল নাম যার প্রেমে বন্দি শ্যাম
  লক্ষ্মীপ্রিয়া যাহার ঘরনী ॥ ১২০
নিজ তনু ধনজন শ্রীচরনে সমর্পন
  করিয়া পানুয়া তুমি ধন্য।
শ্যামচান্দ যার গৃহে আপনি আসিয়া রহে
  তুমিত ভকত অগ্রগন্য ॥ ১২১
আমি নরাধম বটি আমার হইল ত্রুটি
  শ্যামচান্দ ছাড়িলেন মোরে।
যে একাশি পুরুষের ছেন শ্যামচান্দ মোর
  নিজে আনি দিল পর ঘরে ॥ ১২২
বৃথাই আমার জন্ম বৃথাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম
  বৃথা মোর এ দণ্ড গ্রহন।
পূর্বাপর মোর ঘরে যে প্রভু বিরাজ করে
  বেঅকত এতদিনে হন ॥ ১২৩
সকল তপস্যা বৃথা বৃথাই মুণ্ডন মাথা
  কান্দিয়া কান্দিয়া সন্ন্যাসী কয়।
সেই প্রভু দেব হরি আমার মস্তকে চড়ি
  আসিয়া পরের ঘরে রয় ॥ ১২৪
বিদায় হঞা সেথা শ্যামচান্দ আছে যথা
  সম্মুখেতে দাঁড়ায় সন্ন্যাসী।
গলায় বসন দিয়া শ্যামচান্দ পানে চায়া
  প্রেমবাদল আঁখে ভাসি ॥ ১২৫
যারে তুমি ভালবাস তাহার পরান নাশ
  গোপীগন তাহাতে প্রমান।
মুরলীর রন্ধ্রগানে বিষম কুসুম বানে
  দূরে থাকি বধহ পরান ॥ ১২৬

একে সে অবলা নারী যতনে পিরিতি করি
বিনি দোষে তাহারে তেজিলে।
যদি বা মথুরা গেলে প্রকটেতে নাহি আইলে
তাহারে পাথারে ভাসাইলে॥ ১২৭
নন্দ ঘোষ যশোমতী অতি স্নেহে তোর প্রতি
প্রানের অধিক বট তার।
সেই সব স্নেহ ছাড়ি গেলে তুমি মধুপুরী
বৃন্দাবন করি অন্ধকার॥ ১২৮
সুগ্রীবে মৈত্রতা কৈলে বিনা দোষে বালি বধিলে
সেই বালি ছিল ত' ভকত।
কহাইয়া মিথ্যা কথা দ্রোনাচার্য্যের মাথা
কাটাইয়াছ জগৎ বিখ্যাত॥ ১২৯

—: সমাপ্ত :—

—

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগনা, ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—দশ টাকা (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) ২। জগদ্গুরুর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত —(শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮জন লেখক পরিচিতি দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন — পঁচাশী টাকা ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী (পঞ্চশতাধিক গৌরাঙ্গ পরিবারগণের জীবনী দশ খন্ডএকত্রে- —দুইশত ষাটটাকা ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (শ্রী রাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) (ত্রিশ টাকা) ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পঁচিশ টাকা ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত — ত্রিশ টাকা ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—কুড়ি টাকা ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ (অদ্বৈত প্রভুর পূর্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)—দশ টাকা ১১। ব্রজমন্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক প্রণাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি) কুড়ি টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়—দশ টাকা ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধারতি, ও অধিবাসাদি কীর্ত্তণ)—আশী টাকা ১৭। পানিহাটীর দন্ডোৎসব— পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—কুড়ি টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা) পাঁচ টাকা। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী— (শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা)—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ- পচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য —আশি টাকা। ২৬। প্রার্থণা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা —পনের টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট বাসাঙ্গন

কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের আগমন লীলা

পথ নির্দেশ ঃ-

শিয়ালদহ/ রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" ষ্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

বাসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।